সংবাদ

তারিখ ... 31 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

শাবিপ্রবির শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা

গতকাল সকালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। হামলার শিকার শিক্ষকরা শাবিপ্রবির উপাচার্য আমিনুল হক ভূঁইয়ার অপসারণের দাবিতে আন্দোলন করছিলেন। আন্দোলনরত শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন, ছাত্রলীগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে, একাধিক শিক্ষককে লাঞ্ছিত করেছে। ছাত্রলীগের নেতারা দাবি করেছে, তারা হামলা চালায়নি। তারা কেবল উপাচার্যকে তার কার্যালয়ে ঢুকতে সহায়তা করেছে বরং আন্দোলনরত শিক্ষকরাই ছাত্রলীগের নেতাদের ধাক্কা দিয়েছে। উপাচার্য অভিযোগ করেছেন, আন্দোলনকারী শিক্ষকরা তাকে কার্যালয়ে ঢুকতে বাধা দিয়েছেন। এই ঘটনাকে তিনি ন্যক্কারজনক ও নজিরবিহীন বলে আখ্যা দেন। এ নিয়ে গতকাল অনলাইন গণমাধ্যমে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

দেশজুড়ে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা যে কী অপকর্ম করছে তার বর্ণনা নতুন করে দেয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা জানতে চাই যে, উপাচার্যকে তার কার্যালয়ে ঢুকতে দেয়ার দায়িত্ব ছাত্রলীগকে কে দিয়েছে? ছাত্রলীগ নামেই কেবল ছাত্র সংগঠন, বাস্তবতা হচ্ছে তারা ছাত্র সংগঠনের চরিত্র বহু আগেই ত্যাগ করেছে। বাস্তবে ছাত্রলীগ হচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের নাম ভাঙিয়ে চলা ছাত্র নামধারী চাঁদাবাজ, দখলবাজ, টেন্ডারবাজদের একটি সংগঠন। বিভিন্ন আন্দোলন দমনেও তারা ভাড়াটে বাহিনী হিসেবে কাজ করে। শাবিপ্রবির ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে, আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর হামলা চালানোর জন্যই তারা সেখানে গিয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, তাদেরকে এ কাজে কে বা কারা নিযুক্ত করেছে। সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আগে চিহ্নিত করতে হবে। কারণ এসব ব্যক্তিগোষ্ঠীর আশ্রয়-প্রশ্রয়ে ছাত্রলীগ আজ এক ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে পরিণত হয়েছে।

শাবিপ্রবির উপাচার্য বলেছেন, তাকে তার কার্যালয়ে ঢুকতে না দেয়ার ঘটনা ন্যক্কারজনক। তবে তার সহকর্মী শিক্ষকরা যে ছাত্রলীগের ক্যাডারদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন সে বিষয়ে তিনি কিছু বলেননি। শিক্ষকদেরকে ছাত্র নামধারী গুণ্ডারা লাঞ্ছিত করেছে– এর চেয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনা আর কী হতে পারে। অথচ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দিলেই সেখানে ছাত্রলীগ অস্বাভাবিকভাবে হাজির হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা উপাচার্যের পক্ষের শক্তি হয়। শাবিপ্রবিতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। দুঃখের বিষয় হচ্ছে বেশিরভাগ নবনিযুক্ত উপাচার্য ছাত্রলীগের ক্যাডারদের ওপর ভরসা করে চলেন। বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশকে মারাত্মক বিঘ্নিত করছে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। শাবিপ্রবিও সেই কাতারে শামিল হোক সেটা আমরা চাই না। আমরা চাই এখানকার যে কোন ইস্যুর যৌক্তিক সমাধান হোক। তবে এই সমাধান প্রক্রিয়ায় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীর অংশগ্রহণ থাকতে পারে না কোনমতেই।